FEB 9 2001
তারিখ
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৬৪ জনের মধ্যে ৭ জনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দুবছরে বিভিন্ন শৃংখলাবিরোধী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়ে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত ৬৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৭ জনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উল্লেখিত ৭ জনই ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী।

গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা কমিটির বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সিন্ডিকেটের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে বলে সভা সূত্র জানায়।

সূত্র জানায়, অভিযুক্তরা কর্তৃপক্ষের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত হবে না বলে মুচলেকা দিয়েছে। তাদের বিষয়ে কেবল বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, যাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা অধিকাংশই ক্যাম্পাসে অবস্থান করে আসছে।

শৃংখলা কমিটি যে ৭ জন ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা হলো ঃ ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে সূর্যসেন হলের সেলিম নামে এক ছাত্রকে কোপানোর দায়ে অভিযুক্ত মেহেদী হাসান, শহীদুল ইসলাম এবং জামালউদ্দিন। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত জহুরুল হক হলের ছাত্রলীগ সভাপতি মঈনউদ্দিন বাবু, এফ রহমান হলে গোলাগুলির দায়ে অভিযুক্ত মুরাদ ও এহসান এবং ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অপহরণের দায়ে অভিযুক্ত মুহসীন হলের শিমুল।

উল্লেখিত ৭ জনই ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী। তবে গত জুন মাসে শিক্ষা ভবনে চাঁদাবাজির ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে অভিযুক্ত শিমুলের ব্যাপারে আদালতের রায় সাপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নেবে। তবে যেহেতু আগামী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করতে পারলে শিমুলের ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাবে তাই আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিমুলকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু মেহেদী হাসানের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। কারণ এ মর্মে পরীক্ষা দিয়েছিল যে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে। তাই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। বিভিন্ন হলের প্রভোস্টের সুপারিশ ও অভিযুক্তদের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড করবে না বলে মুচলেকা দেয়ায় তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা হবে বলে সূত্র জানায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দুবছরে বিভিন্ন মেয়াদে ৬৪ জন ছাত্রের বহিষ্কারসহ ১শ ৭ জনকে শোকজ নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারকৃত উক্ত ৭ জন ছাড়া বাকিদের ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম নূর-উন-নবীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সাময়িক বহিষ্কারাদেশ অনাদিকাল চলতে পারে না, তাই হল প্রভোস্টের সুপারিশ এবং অভিযুক্তদের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড করবে না বলে মুচলেকা দেয়ায় তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ছাত্রলীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারী এ ব্যাপারে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি এতদিন পর আলোর মুখ দেখল তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

শৃংখলা কমিটির বৈঠক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক মো. শাহাদত আলী, প্রক্টর অধ্যাপক এ কে এম নূর উন-নবীসহ ১৬ জন প্রভোস্ট, ১০ জন ডিন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও বাইরের ৪ জন শিক্ষাবিদ।

মিলনায়তনে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সন্ধানীর কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ কামরুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদিকা শাহিদা আক্তার লাভলী, সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল হাসান সুমন, উপদেষ্টা ডা. বাইজিদ ইসলাম ও ডা. মনিলাল আইচ লিটু।

বক্তারা মৌখিক ও লিখিত বক্তব্যে বলেন, দেশে প্রতিবছর ৪০ লাখ ব্যাগ রক্তের প্রয়োজন। সেখানে মাত্র ৪০ হাজার ব্যাগ রক্ত সন্ধানী সংগ্রহ করতে পারছে। প্রতিষ্ঠানে অনেক স্বেচ্ছাসেবী তরুণ-শিক্ষার্থী চিকিৎসকদের সমাবেশ ঘটলেও নানা কারণে সন্ধানী তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করতে পারছে না।